দৈনিক ইত্তেফাক

015

তারিখ 12 NOV 1987
পৃষ্ঠা 3 কলাম 5

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন হ্রাসের অভিযোগ ।। সকলের জন্য একই স্কেল দাবী

নাটোর, ১১ই নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)—সরকারী বিধি মোতাবেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগপত্রে উল্লেখিত স্কেলের হারে বেতন দেওয়া হইতেছে না বলিয়া নাটোরের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রাথমিক শিক্ষকগণ অভিযোগ করিয়াছেন। তাহাদিগকে মূল প্রারম্ভিক বেতন তিনশত টাকার পরিবর্তে আড়াই শত টাকা করিয়া দেওয়া হইতেছে। এ সম্পর্কে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জানান, ১৯৮৪ সালের ১৪ই জুন তারিখের শিক্ষা পরিদপ্তর প্রেরিত পত্রে তিনশত টাকা প্রদানের কথা থাকিলেও উহাতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না থাকায় ঐ বেতন বলবৎ করা সম্ভব হয় নাই। আর যেসব উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষকেরা তিনশত টাকা হারে বেতন ইতিমধ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের বেতন হইতে ৫০ টাকা হারে কাটিয়া

(৩য় পৃঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন

(৩য় পৃঃ পর)

নিয়া গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ সরকারী তহবিলে ফেরত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি নাটোর প্রেসক্লাবে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রাথমিক শিক্ষকগণ জানান, ১৯৮৩ সালের প্রাথমিক বিদ্যালয় বিধির সাত নম্বর বিধান অনুসারে উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটি প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে এইচ, এস, সিসহ সি-ইন-এড্ অথবা স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য ৩০০-৫৪০/০০ স্কেলে বেতন প্রদানের কথা বলা হয়। কিন্তু ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষা পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক স্বাক্ষরিত এক পত্রের মর্ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণবিহীন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের বেতন ২৫০ টাকায় হ্রাস করা হয়। পরে ১৯৮৪ সালের ১৪ই জুন শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের (১০/১০-এম-৮/৮৪/৪৩০ নং স্মারক) পত্রে বলা হয়, প্রশিক্ষণবিহীন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রাথমিক শিক্ষকগণ তিনশত টাকা মূল বেতনের হারে বেতন পাইবেন। এই পত্রে এই সংক্রান্ত সকল আদেশ বাতিল করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৮৩-৮৪ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষকগণ কোন কোন উপজেলায় তিনশত টাকা হারে বেতন গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৮৬ সালে অপর এক নির্দেশে প্রশিক্ষণবিহীন (সি-ইন-এড বিহীন) শিক্ষকদের বেতন কমাইয়া ২৫০ টাকা করা হয়। কিন্তু বেতন কমানোর কোন কারণ ঐ পত্রে উল্লেখ করা হয় নাই।

এদিকে, চলতি বৎসর ১৪ই জুন প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক ১২৭১৪/৪৬০-পিই (উন্নয়ন) নং পত্রে এক নির্দেশে জাতীয়কৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন ৭০০-১৪১৫ টাকা ধার্য করার কথা বলেন ও সকল উপজেলা চেয়ারম্যানকে প্রয়োজনীয় টাকা বরাদ্দ করেন। ঐ নির্দেশে আরও বলা হয় এখন প্রশিক্ষণবিহীন উচ্চ মাধ্যমিক পাস শিক্ষকও নিয়োগ করা যাইবে এবং তাহাদের জন্যও একই বেতন ধার্য করা হইবে।

কিন্তু '৮৩-'৮৪ সালে নিয়োগকৃত প্রশিক্ষণবিহীন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষকগণ বর্তমানে ৬৯০ টাকা স্কেলে বেতন পাইতেছেন। অথচ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা পাইতেছেন ৮২০ টাকা হারে।

সাংবাদিক সম্মেলনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষকগণ দাবী করেন, তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ৭০০-১৪১৫ টাকা স্কেলে বেতন দিতে হইবে। সি-ইন-এড-এর পরিবর্তে বি-এড পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিতে হইবে। যোগদানের তারিখ হইতে টাইম স্কেল প্রদান করিতে হইবে। প্রেসিডেন্ট ঘোষিত অতিরিক্ত ৪টি ইনক্রিমেন্ট দিতে হইবে।